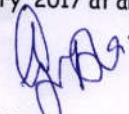
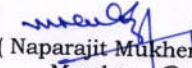


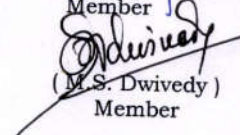
Date: 17. 01.2017

Enclosed is the news item appearing in 'Eisamay' a Bengali daily dated 17.01.2017, captioned ' গারদে কোটিপতি পাচারকারীরা

The Superintendent of Police, South 24-Pargamas is directed to serve notice upon the victim(recovered) and her parents to attend the West Bengal Human Rights Commission, Purta Bhavan, 2<sup>nd</sup> floor, DF-Block, Sector-1, Salt Lake, Kolkata-700 091 on 2<sup>nd</sup> February, 2017 at about 1 P.M.

  
(Justice Girish Chandra Gupta)  
Chairperson

  
(Napanajit Mukherjee)  
Member

  
(M.S. Dwivedy)  
Member

Encl: News Item Dt. 17. 01. 17

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC.

# গারদে কোটিপতি পাচারকারীরা

অধেশা বন্দ্যোপাধ্যায়



এই দম্পতিকে হেগ্গারির পরেই বিশাল সম্পত্তি ও নগদ টাকার হদিস পায় পুলিশ — এই সময়

গত ১৮ বছরের পাকা ব্যবসা। রমরমিয়ে চলছিল। সম্পত্তি করে ফেলেছিল প্রায় ১০০ কোটি টাকার। তার মধ্যে বেঙ্গলুরুর মতো শহরে ৪ কোটি টাকা দামের ফ্ল্যাট, বিলাসবহুল গাড়িও ছিল। হাতের কাছে যখনতখন লাখ দশেক টাকা বের করে দেওয়াটা কোনও ব্যাপারই ছিল না। হেগ্গারির দিনও তাদের কাছ থেকে ২০ লক্ষ টাকা নগদ মেলে। এ হেন 'মুদে' ব্যবসায়ী দম্পতি — আফক ও সায়রা এখন গারদে তাদের ব্যবসটা ছিল মেয়ে কেনাবেচা। সাধারণত, বাংলার বিভিন্ন জায়গা থেকে মেয়ে নিয়ে গিয়ে যৌনপল্লিতে বেচে দেওয়াই ছিল এদের কাজ। তাদের ফাঁদে পড়েই তিন বছর আগে এ ভাবেই পাচার হয়ে গিয়েছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলির ১২ বছরের কন্যা সোনামণি (নাম পরিবর্তিত)। অবশেষে সোমবার সে দেখল মুক্তির আলো। দিল্লির যৌনপল্লি জি বি রোড থেকে এ দিন বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ ১৫ বছরের কিশোরীকে যৌথ অভিযানে উদ্ধার করে দিল্লি পুলিশ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা পুলিশ ও হেজাসেবী সংস্থা শক্তিবাহিনী। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের তদন্তকারী অফিসার উমাকান্ত মিশ্র জানিয়েছেন, সোনামণিকে উদ্ধারের পরেই 'চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির' (সিডব্লিউসি)-র সামনে পেশ করা হয়। তাদের মাধ্যমেই মেয়েটিকে তার বাবার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। যদিও সিডব্লিউসি জানিয়েছে, মেয়েটিকে ফের দক্ষিণ ২৪ পরগনা সিডব্লিউসি-র সামনে পেশ করতে হবে। তাঁরা বৃথবার ফিরছেন। তিন বছর পর মেয়েকে ফিরে পেয়ে তিনি আনন্দে আছছাড়া। মেয়ের অতীত মুছে দিয়ে তাকে আগলে রেখে বড় করার কথাই জানিয়েছেন তিনি।

কী করে সোনামণির খোঁজ পেল তার বাবা?

সে-ও এক অবিবাহিত গরুই বটে। রতিন স্বপ্ন দেখিয়ে আফক-সায়রার চক্রের এক চর ছেঁটু ১২ বছরের মেয়েটিকে কুলতলি থেকে ধরে নিয়ে যায়। তাকে সে বিয়ের প্রতিক্ষণিত দিয়েছিল। কিশোরী বয়সে পা রাখতে চলা সোনামণিও মেতেছিল নিজের 'সংসারের' স্বপ্নে। কিন্তু বাংলা ছাড়তেই সে টের পেয়েছিল তার জীবনে নেমে এসেছিল চরম দুর্ভোগ। তার 'ভালোবাসার

লোক' তাকে তত ক্ষণে বেচে দিয়েছে এলাহাবাদে এক দালালের কাছে। নাম তার যমুনা। সেই যমুনাই সোনামণিকে নিয়ে গিয়েছিল দিল্লির যৌনপল্লিতে। জিবি রোডের একটি কোঠায় তার স্থান হয়েছিল। ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল, খন্দের সামলাতে।

আর সেই খন্দের দিয়েই এক দিন সে খুঁজে পেল মুক্তির হদিস। সোনামণি জানিয়েছে, দিন পাঁচেক আগে এক খন্দেরকে হাতে-পায়ে ধরে তাঁর মোবাইল থেকে একটি ফোন করার অনুমতি পায় সে। এমনকি বাবার নম্বরও তিনিই ডায়াল করে দেন। দীর্ঘ তিন বছর পর সে বাবার সঙ্গে কথা বলে। জানায়, সে কোথায়, কী অবস্থায় আছে। মেয়ের ফোন পেয়ে আর একটুও দেরি করেননি তিনি। সোনামণি নিশ্চয়ই হওয়ার পরেই তিনি ২০১৪ সালে কুলতলি থানায় এক্সাইজার করেছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশকে জানান। তারাও আর কপেছিলেন। তিনি সন্তোষে সন্তোষে পুলিশের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায়।

কালবিলাষ না করে এক দিনের মধ্যেই মেয়ের বাবাকে নিয়ে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায়। অবশেষে এ দিন সকালে বেলা এগারোটা নাগাদ নির্দিষ্ট সূত্র পেয়ে এক সঙ্গে হানো দেয় পশ্চিমবঙ্গ ও দিল্লি পুলিশ এবং শক্তিবাহিনী। পুলিশ জানিয়েছে, সেখানে কেউ-ই ছিল না তখন। ফলে বিনা বাধায় সোনামণিকে উদ্ধার করা গিয়েছে। তবে বরা যারনি যমুনাকে। এই যমুনাই হল আফক-সায়রার অন্যতম 'নায়িকা'। পুলিশ জানিয়েছে, ওই দম্পতিকে মাস দুয়েক আগে ধরা গেলেও তাদের নেটওয়ার্ক এখনও চলছে।

পুলিশ জানিয়েছে, নোট বাতিলের কিছু আগে আফক দম্পতিকে ধরা হয়েছে। তখনই তাদের থেকে জানা যায়, ১৯৯৯ থেকে তারা এই ব্যবসা ফেঁদে বসেছে। ৫০০০ হাজারেরও বেশি মেয়ে তারা পাচার করেছে। ৫০ হাজার থেকে ৩ লক্ষ টাকা দরে বেচাকেনা চলত। তবে তারা নিজে হাতে নয়, 'নায়িকা'দের দিয়ে চালাত ব্যবসা। যমুনা তেমনই এক 'নায়িকা'। সে রকম আরও জনা ৩ নায়িকার খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ।

সোনামণি উদ্ধার হওয়ার আফকদের বিরুদ্ধে ৩৭২ (নাবালিকাকে বিক্রি ও দেহব্যবসায় নামানো) -সহ আরও একাধিক মামলা আনা হচ্ছে। প্রয়োজনে নতুন মামলাও শুরু করতে পারে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ।

রাষ্ট্র কুম, তিঁ যুব এ' যে পর্ বি যু এ ক

কালবিলাষ না করে এক দিনের মধ্যেই মেয়ের বাবাকে নিয়ে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায়। অবশেষে এ দিন সকালে বেলা এগারোটা নাগাদ নির্দিষ্ট সূত্র পেয়ে এক সঙ্গে হানো দেয় পশ্চিমবঙ্গ ও দিল্লি পুলিশ এবং শক্তিবাহিনী। পুলিশ জানিয়েছে, সেখানে কেউ-ই ছিল না তখন। ফলে বিনা বাধায় সোনামণিকে উদ্ধার করা গিয়েছে। তবে বরা যারনি যমুনাকে। এই যমুনাই হল আফক-সায়রার অন্যতম 'নায়িকা'। পুলিশ জানিয়েছে, ওই দম্পতিকে মাস দুয়েক আগে ধরা গেলেও তাদের নেটওয়ার্ক এখনও চলছে।